দামুড়হুদায় দেশীয় অস্ত্রসহ পাঁচ মামলার আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ধারালো চাপাতিসহ পাঁচ মামলার আসামি শিমুল হোসেন (৪৩) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাঁঠালতলা এলাকায় শুকুর আলীর রাইচ মিলের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক শিমুল হোসেন দর্শনা থানার পরানপুর মাঝেরপাড়া এলাকার জলিল কেমিস্টের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে যে, শিমুল হোসেন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটনের উদ্দেশ্যে কাঁঠালতলা এলাকায় অবস্থান করছেন। পরে দামুড়হুদা মডেল থানার একটি দল ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে শিমুল পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়।

এ সময় তার কোমরে থাকা আনুমানিক ২০ থেকে ২২ ইঞ্চি লম্বা একটি ধারালো বড় ছোড়া (চাপাতি) উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়।

পুলিশ আরও জানায়, আটক শিমুল হোসেনের বিরুদ্ধে দর্শনা ও দামুড়হুদা থানায় মোট পাঁচটি মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, “গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ধারালো চাপাতিসহ একজনকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।”

আলমডাঙ্গায় আম-লিচু বাগান নিয়ে সংঘর্ষ, দেশীয় অস্ত্রসহ আটক ৪

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া পশ্চিমপাড়ায় আম ও লিচু বাগানের মালিকানা ও দখল নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধের জেরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর দেশীয় অস্ত্রসহ চারজনকে আটক করেছে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্প।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৫ মে বিকেল আনুমানিক ৫টার দিকে উপজেলার ভাংবাড়ীয়া গ্রামের একটি আম ও লিচু বাগানে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। বাগান পরিদর্শন ও কাঁটাতারের বেড়া মেরামতের উদ্দেশ্যে শহিদুল ইসলাম (৫৫) তার সঙ্গে শাহিবুল (২৭), শাস্তি
(৬৫) ও জুয়েলকে (২৫) নিয়ে বাগানে গেলে পূর্ব বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে।

অভিযোগ রয়েছে, হামলাকারীরা রামদা, লোহার রড, ফালা, ঝুপি, চাইনিজ কুড়াল ও বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করে। এতে শাহিবুল, শাস্তি ও জুয়েলসহ উভয় পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হন।

একপর্যায়ে তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয় মজিবুল ইসলাম (৩০) এগিয়ে এসে বাধা দিতে গেলে অভিযুক্ত নিলু তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে রামদা দিয়ে মাথায় কোপ দেয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এতে তার মাথার ডান পাশে গুরুতর রক্তাক্ত জখম হয়।

অপরদিকে সাত্তার (৫০) সংঘর্ষ থামাতে গেলে অভিযুক্ত কালু তাকে লক্ষ্য করে কোপ মারতে যায়। এসময় তিনি হাত দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করলে তার ডান হাতের তিনটি আঙুল কেটে যায় এবং কবজিতেও গুরুতর জখম হয়।

সংঘর্ষ চলাকালে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। গুরুতর আহত সাত্তারকে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতি দেখে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অন্যদিকে আহত মজিবুলকে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তার মাথায় প্রায় ৩৫টি সেলাই দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা থানায় একটি এজাহার দায়ের করা হয়েছে। মামলার পর গতকাল শুক্রবার দুপুরে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মিজানুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ভাংবাড়ীয়া পশ্চিমপাড়ায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে তাদের বাড়ি থেকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন নিলু (৩০), কালু (৪০), নালু (৩৫) ও আইতাল (৫৫)। তারা সবাই মৃত রিজাল হকের ছেলে বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তারের পর আসামিদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি রামদা, একটি ধারালো ছুরি, একটি কুড়াল ও একটি হাতুড়ি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত এসব দেশীয় অস্ত্র সংঘর্ষে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

ঘটনার পর পুরো এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ টহল জোরদার করেছে। স্থানীয়দের মধ্যেও নতুন করে সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে স্থানীয় সচেতন মহল দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি ও এলাকায় স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

কোটচাঁদপুরে পুলিশের অভিযানে

দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

কোটচাঁদপুরে পুলিশের অভিযানে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে কোটচাঁদপুর-সাফদারপুর সড়কের কুশকুড়ি মাঠ এলাকা থেকে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

জানা যায়, শুক্রবার রাতে কোটচাঁদপুর মডেল থানার পুলিশের একটি টহল দল এলাকায় দায়িত্ব পালন করছিল। এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দেশীয় অস্ত্রের বিষয়ে তথ্য পায় পুলিশ।

এরপর কোটচাঁদপুর মডেল থানার এসআই (নি.) অপু বিশ্বাস সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের নিয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে দেশীয় তৈরি ৫টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে চা-পাতি, ছুরি ও হাসুয়া।

এর আগে গত ১৫ জানুয়ারি রাতে কোটচাঁদপুর উপজেলার সলেমানপুর গ্রামের মতিয়ার সর্দারের বাগান এলাকা থেকে র্যাব পরিত্যক্ত ও মালিকবিহীন দুটি ইয়ারগান উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান বলেন, পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া কোনো মালামালের ক্ষেত্রে মামলা হয় না, জিডি করা হয়। শুক্রবার রাতে উদ্ধার হওয়া দেশীয় অস্ত্রগুলো থানায় এনে একটি জিডিমূলে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, অস্ত্রগুলোর বিস্তারিত তথ্য এখনও জানা যায়নি। তবে নাশকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কেউ এগুলো জড়ো করে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্র ও

ককটেলসহ তিন বিএনপি নেতা গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র, অবিস্ফোরিত ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ সাবেক ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আব্দুল হান্নানসহ তিন বিএনপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প কমান্ডার মেজর রাফিদুল ইসলাম প্রামাণিক।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকার মৃত বদর উদ্দীনের ছেলে আব্দুল হান্নান (৪৫), রবিউল ইসলামের ছেলে শামিম হোসেন (৪৭) ও মনিরুল ইসলামের ছেলে লাল্টু রহমান (৪০)। তারা তিনজনই বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি অবিস্ফোরিত ককটেল বোমা, ৩টি ফালা, ১টি হরিণের চামড়া ও ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার সকালে আটকৃত তিন আসামিসহ উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নাশকতার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তি ছত্রপাড়া এলাকায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ অবস্থান করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি ককটেল বোমা, ৩টি ফালা ও ১টি হরিণের চামড়া উদ্ধার করে যৌথবাহিনী। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, দেশীয় অস্ত্র, ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাদের চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার-২

আলমডাঙ্গায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেফতার হয়েছে ০২ জন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অস্থায়ী ক্যাম্প হারদী, আলমডাঙ্গা এর অফিসার বিএ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমদে অয়ন এর নেতৃত্বে বাদী এসআই(নিঃ) এসএম নিয়ামুল হক, সঙ্গীয় ফোর্সসহ যৌথ অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা পৌরসভার এরশাদপুর গ্রামের মৃত ফজলুর রহমানের ছেলে রুহুল আমিন(৪৫) ও নওদাবন্ডবিল গ্রামের ঠান্ডু রহমানের ছেলে তারফি হাসান কে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার করা হয় তাদের বসত বাড়ি থেকে।

রুহুল আমিনের কাছে পাওয়া গেছে ০২(দুই) টি এয়ারগান, ০১ টি রাইফেলের স্কোপ, ০১টি রামদা (ছোরা সদৃশ) ও তারিফ হাসানের কাছে পাওয়া গেছে একটা রামদা, একটা ছোরা, একটা স্টেনলেসস্টিলের চাপাতি, একটা স্মার্ট ফোন।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান বলেন, তাদের গ্রেফতার করিয়া উদ্ধারকৃত আলামত ২৪/১০/২০২৫ তারিখ ভোর ০৪.১০ ঘটিকায় জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয়েছে। ধৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা নং-৩৪, তারিখ- ২৪/১০/২০২৫ খ্রিঃ মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্র, মাদক ও নগদ টাকা সহ আটক-১

আলমডাঙ্গায় যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে দুটি দেশীয় অস্ত্র, ১৪ পিস টেপেন্ডাডল ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির নগদ ৫৮ হাজার ৪০ টাকা-সহ শামীম রেজা সাগর (৩২)-কে আটক করেছে।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয় না। আটককৃত শামীম উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের ওবায়দুল হকের ছেলে।

যৌথ বাহিনীর সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ সোমবার ভোরে সেনাবাহিনী অস্থায়ী ক্যাম্প হারদী আলমডাঙ্গার অফিসার বি এ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়ন এর নেতৃত্বে, এস আই আব্দুল মতিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের ওবায়দুর হকের বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় তার ছেলে শামীম রেজা সাগর কে আটক করা হয়। তাদের বাড়ি তল্লাশি করে দেশীয় অস্ত্র, মাদক, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে তাকে আলমডাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় যৌথ অভিযানে মাদকদ্রব্য, দেশীয় অস্ত্র ও জালনোটসহ গ্রেফতার ১

আলমডাঙ্গায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য, দেশীয় অস্ত্র, জাল নোট ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে, আরেকজন পলাতক রয়েছে।

জানা যায়, গত সোমবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে “অপারেশন ৩৬ এডি” শীর্ষক অভিযানে সেনাবাহিনীর ৫৫ এফ আই ইউনিটের এফএস এর গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন, বিএ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়ন, ৩৬ এডি রেজিমেন্ট।

অভিযানে আলমডাঙ্গা মিয়াপাড়ার মো. ইসরাফিল আলম সনির (৩৩) বাড়িতে

তল্লাশি চালিয়ে ৬৫০ গ্রাম গাঁজা, ১৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, এক বোতল বিদেশি মদ, চারটি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, একটি ৫০০ টাকার জাল নোট, নগদ দুই লাখ ৪৭ হাজার ৮৩০ টাকা এবং দুটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন উদ্ধার করা হয়।

এসময় বাড়ির মালিক ইসরাফিল আলম সানিকে আটক করা হয়। তাঁর সহযোগী পিয়াল মাহমুদ সাদ্দাম (পিতা মৃত মজিদ মিয়া, একই এলাকার বাসিন্দা) পলাতক রয়েছেন। অভিযানে উদ্ধার করা মালামাল ও আসামিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর ল্যান্স কর্পোরাল আল ইমরান (৩৬ এডি রেজিমেন্ট)।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান বলেন, “উদ্ধারকৃত মাদক ও অস্ত্রের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অভিযানে সেনাবাহিনীর সহায়তায় আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পেরেছি।” পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ইসরাফিল ও তাঁর সহযোগীরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক ব্যবসা ও অবৈধ অর্থ লেনদেনে জড়িত ছিল।

মেহেরপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ আটক-১

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নিয়মিত অভিযান হিসেবে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ বুধবার বিকেলে সদর উপজেলার শেখ পাড়ায় অভিযান চালিয়ে কুখ্যাত শাকিল গ্যাং এর সক্রিয় সদস্য আলবাপ আলিফ খানকে আটক করে সেনাবাহিনীর একটি টহল দল।

সে পৌরসভার শেখ পাড়ার আলিফ আরাফাত খান এর ছেলে।

আটকের সময় তার কাছ থেকে ০১ টি চাইনিজ কুড়াল, ০১ ইলেকট্রিক টেজার, ০১ টি ফ্লোল্ডিং স্টিক এবং মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। আটককৃত আসামীকে উদ্ধারকৃত আলামতসহ সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানাই মেহেরপুর সেনা ক্যাম্প।

দর্শনায় দেশীয় অস্ত্রসহ যুবদল নেতা মিল্টন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন প্রকার দেশীয় অস্ত্রসহ যুবদল নেতা সেলিম মেহফুজ মিল্টনকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী।

আজ শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) চুয়াডাঙ্গা আর্মি ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেফতারকৃত সেলিম মাহফুজ মিল্টন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার মোবারকপাড়ার আব্দুস সালাম মাষ্টারের ছেলে। তিনি দর্শনা পৌর যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত বুধবার (২৭ নভেম্বর) চুয়াডাঙ্গা আর্মি ক্যাম্পের একটি টহল দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ দর্শনা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় নিজ বাড়ি থেকে আসামি সেলিম মেহফুজ মিল্টনকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে চাইনিজ কুড়াল, রামদা, চাপাতিসহ বিভিন্ন প্রকার দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, গ্রেফতারকৃত মিল্টনের বিরুদ্ধে স্বর্ণ, মাদক চোরাকারবারি, অবৈধ অস্ত্র, অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। গত ৫ আগস্টের পর থেকে মিল্টন দর্শনায় ত্রাস হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। তাকে গ্রেফতারে এলাকায় স্বস্তি ফিরে এসেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দর্শনা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর জানান সকালেই সেলিম মেহফুজ মিল্টনকে দেশীয় অস্ত্র মামলায় তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

দর্শনায় ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা নফর দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি জয়নাল আবেদিন নফরকে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী। এসময় তার স্বীকারোক্তিতে তার বাড়ি থেকে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

আজ মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে তাকে সেনাবাহিনী দর্শনা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে।

গ্রেপ্তারকৃত জয়নাল আবেদিন নফর ওরফে হাতকাটা নফর দর্শনার পৌর এলাকার ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং দর্শনা পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র। তার বিরুদ্ধে একাধিক হত্যা ও স্বর্ণ চোরাচালানসহ ১০টি মামলা রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার (১৮ নভেম্বর) দুপুর ২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্টমোড় এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তিতে ওই দিন রাতে নফরের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তার বাড়ি থেকে ২টি রামদা, একটি চাইনিজ কুড়াল, একটি ছুড়ি ও ৬টি চাপাতি উদ্ধার করা হয়। পরে আজ মঙ্গলবার তাকে দর্শনা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা আর্মি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর জানান, নফরের বিরুদ্ধে স্বর্ণ, মাদক চোরাকারবারী, অবৈধ অস্ত্র, হত্যা, অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন থানায় মোট ১০টি মামলা রয়েছে। তিনি এলাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারি হিসেবে পরিচিত।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর জানান বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা থানায় নফরকে দেশীয় অস্ত্রসহ সেনাবাহিনী সোপর্দ করেছে। আজ বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।